## ১) ভূমিকা:

অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের দ্বারা ......................... এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সুদৃঢ় করার জন্য বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে .........................এর একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়া এই সমঝোতা স্মারক (MOU) এর লক্ষ্য। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্ষেপে **"আনসার"** এবং .........................সংক্ষেপে .........................” অথবা ”কোম্পানী” বলে উল্লেখ করা হলো।

## ২) পটভূমি ঃ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের বৃহত্তম শৃঙ্খলা বাহিনী। এই বাহিনী প্রায় ৫,৭১৮ এর অধিক সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা স্বায়ত্বশাসিত এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনায় গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী সন্তোষজনকভাবে নিরাপত্তা সেবা দিয়ে আসছে।

অন্যদিকে .........................অন্যতম একটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। .........................সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

......................... কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। এছাড়া কোম্পানীর অভ্যন্তরীন বিভিন্ন স্থাপনা, কারখানা ও গুদামঘর ইত্যাদির নিরাপত্তার এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা কর্মীর প্রয়োজন, যার মধ্যে আনসার অন্যতম।

উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ইতিবাচকভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়নকে গতিশীল করতে .........................সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আনসার অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষিত বাহিনী যারা সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত অস্ত্র বহন এবং যথাযথ ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত। .........................এ কারণে নিরাপত্তা সেবা গ্রহণের জন্য আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিকট প্রস্তাব করেছেন। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করায় দুই পক্ষ কর্তৃক .........................তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয় যার মেয়াদ .........................তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অতএব এই সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ উভয় পক্ষের সম্মতিতে নবায়ন করা যাবে।

## ৩) উদ্দেশ্যঃ

এ সমঝোতা স্মারক বা MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) অনুযায়ী আনসার সদস্যদেরকে ..........................এর চাহিদা অনুযায়ী এর বিভিন্ন কার্যালয়/স্থাপনা/কারখানা/গুদামঘর/অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের নিরাপত্তার দায়িত্বে মোতায়েন করা হবে। একই সাথে ..........................আনসারদের দায়িত্ব পালনের বিপরীতে আনসার-ভিডিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত হারে নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে বেতন - ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

## ৪) নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসরণ করে উভয় পক্ষ কর্তৃক দায়ভার গ্রহণের মাধ্যমে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা হবে ঃ

### ক) জনবল এবং মোতায়েন ঃ

(১) সংস্থার চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে মোতায়েন স্থলের নিরাপত্তা বিশ্লেষণ ও জরিপের মাধ্যমে আনসার ভিডিপি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আনসার সদস্য সংখ্যা (সশস্ত্র/নিরস্ত্র) নির্ধারণ করবেন। আনসার সদস্য সংখ্যা নির্ধারনে .......... এর যৌক্তিক মতামত বিবেচনায় নেয়া হবে।

(২) বিতর্কিত ও মামলাধীন যেকোন প্রতিষ্ঠানের মোতায়েনের ক্ষেত্রে আদলত কর্তৃক চূড়ান্ত নিস্পত্তি সুনিশ্চিত করা সাপেক্ষে অনুমোদন বিবেচিত হবে।

(৩) দায়িত্বপূর্ণ এলাকার (AOR) একটি স্কেচ ম্যাপ থাকবে। স্কেচ ম্যাপে উল্লেখিত নির্দিষ্ট এলাকা ও ডিউটি পোষ্টের বাইরে আনসার সদস্যগণ ডিউটি করবে না। যদি স্কেচ ম্যাপে উল্লেখিত পোস্ট এবং AOR বহির্ভুত সংস্থার কোন জায়গায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় সেক্ষেত্রে আনসার সদস্য/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

(৪) রাত্রিকালীন সময়ে সশস্ত্র পোস্টে ন্যুনতম জনবল ০২ (দুই) জন থাকবে।

(৫) ম্যাগাজিন ডিউটির ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা সশস্ত্র ডিউটি থাকবে।

(৬) ..........................তাদের কার্যালয়/স্থাপনা/কারখানা/গুদামঘর/অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে/দায়িত্ব পালন স্থানে নিয়োজিত আনসার সদস্যদের মানসম্মত আবাসন, জ্বালানীসহ রান্নার সুব্যবস্থা, টয়লেট ও গোসলখানার ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ করবেন। সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আনসারদের আবাসন রক্ষণাবেক্ষন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/পিডব্লিউডি’র মাধ্যমে বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে।

(৭) আনসার সদস্যদের আবাসন, রান্নাঘর ও শৌচাগার এর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীর আবাসন, রান্নাঘর ও শৌচাগার এর ব্যবস্থা হতে পৃথক থাকবে।

(৮) ন্যূনতম ০৬ (ছয়) জনের নীচে মহিলা আনসার নিয়োগ করা যাবে না। মহিলা আনসার সদস্যদের নিরাপত্তা ও যাতায়াতের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কেবলমাত্র দিনে মোতায়েন করা যাবে। কোন ডিউটি পোস্টে কমপক্ষে ০২ (দুই) জন মহিলা আনসার একত্রে দায়িত্ব পালন করবেন। কোন মহিলা আনসার এস্কর্ট ডিউটি করবেন না। আলাদা আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

*(৯) সশস্ত্র স্থির (static) ডিউটির ক্ষেত্রে নূন্যতম ১২ (বার) জন আনসার সদস্য অস্ত্রসহ মোতায়েন করতে হবে।

*(১০) নিরস্ত্র ডিউটির ক্ষেত্রে নূন্যতম ০৬ (ছয়) জন আনসার সদস্যকে উপরে বর্ণিত যেকোন নির্দিষ্ট একটি জায়গায় নিয়োজিত করা যাবে।

*(১১) সশস্ত্র এস্কর্ট ডিউটির ক্ষেত্রে নূন্যতম ০৩ (তিন) আনসার সদস্য অস্ত্রসহ মোতায়েন করতে হবে। যার মধ্যে ০১(এক) জন এপিসি পদ মর্যাদার হবেন। (বেসরকারী নিরাপত্তা সেবা বিধিমালা-২০০৭ এর ক্রমিক নং-১২ অনুযায়ী)।

*(১২) এই সমঝোতা স্মারক সমগ্র বাংলাদেশে **........................**এর কার্যালায়/স্থাপনা/গুদামঘর/কারখানা/ অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রস্তুতকৃত পণ্য সরবরাহের নিরাপত্তা এবং মালবহনকারী যানবাহনের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতকরণের জন্য আনসার অঙ্গীভূতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

*(১৩) **........................**এর নিকটবর্তী/কাছাকাছি কার্যালয়সমূহের অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের জন্য দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান এর ব্যবস্থা করতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে কোম্পানী কর্তৃপক্ষ যানবাহনের ব্যবস্থা করবে।

## খ) দায়িত্ব পালনের ধরন

(১) দায়িত্বপালনকালীন সময়ে প্রত্যেক অঙ্গীভূত আনসার সদস্য যথাযথভাবে ইউনিফর্ম পরিধানসহ আনসার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্মার্টকার্ড নিজের সাথে বহন নিশ্চিত করবেন।

(২) **........................**এ মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যগণ দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টা দায়িত্ব পালন করবেন।

*(৩) ০৮ (আট) ঘন্টার অতিরিক্ত সময় দায়িত্ব পালন করলে সংস্থা কর্তৃপক্ষ সাধারণ কর্মঘন্টার দ্বিগুন হিসেবে (ওভার টাইম) অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করবে।

(৪) অঙ্গীভূত আনসার সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত এলাকার (স্কেচ ম্যাপে উল্লেখিত) মধ্যে পালন করবেন। ..........................আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় ব্যতীত দায়িত্বপূর্ণ এলাকার কোন পরিবর্তন করবে না। নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুযায়ী অপর্যাপ্ত ডিউটি পোস্টের কারণে সৃষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিবেচনাধীন উল্লেখ পূর্বক MOU তে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(৫) সংস্থা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নিরাপত্তাকর্মী থাকলে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা এবং সংস্থার নিরাপত্তা প্রধান সমন্বয় করে দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করবেন।

(৬) আনসার সদস্যগণ কেবলমাত্র নিরাপত্তা বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবেন। ..........................কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত নিরাপত্তা বর্হিভূত অন্য দায়িত্ব পালনে (যেমন- চা আনা, গেট খোলা/বন্ধ করা, ঝাড়ু দেয়া, বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ, গ্যারেজ বা গাড়ী পরিষ্কার, গৃহপালিত পশু-পাখি রক্ষণাবেক্ষন, মালামাল লোড আনলোড করা, ভাড়া তোলা, দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত কাজ ইত্যাদি) তাদের নিয়োজিত করা যাবে না। ব্যাংক সমূহের ক্ষেত্রে ব্যাংকের আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার বাইরে মোবাইল স্কট বা অন্য কোন বহির্গামী দায়িত্বে নিয়োগ করা যাবেনা।

(৭) অঙ্গীভূত আনসার সসদ্যগণ তার দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা, নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকভার সাথে সকল প্রকার ব্যক্তি/জানমাল/সম্পদের সুরক্ষা প্রদান করবেন।

(৮) মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ..........................কর্তৃপক্ষের বৈধ/আইনসঙ্গত ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিপন্থী কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ..........................এর উপযুক্ত কর্মকর্তা অপরাধী/দোষী ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করার জন্য কর্তব্যরত আনসার সদস্যদের নির্দেশ দিতে পারবেন।

(৯) মোতায়েনকৃত আনসার সদস্য ..........................এর অভ্যন্তরীণ কোন কারখানা অথবা গুদামঘরের কোন চাবি অথবা কার্ড গ্রহণ করবেন না।

## গ) আর্থিক বিষয়াদি

(১) আনসার সদস্যদের ৩ (তিন) মাসের বেতন ভাতার সমপরিমান টাকা জেলা কমান্ড্যান্ট/জোন অধিনায়ক এর দপ্তরে অগ্রিম জমা প্রদান করতে হবে। অগ্রিম জমা হওয়ার পর আনসার মোতায়েন কার্যক্রম শুরু হবে। সময়ে সময়ে আনসার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ আদেশ/নির্দেশনা অনুযায়ী ..........................কর্তৃক আনসার সদস্যদের মাসিক বেতন ও ভাতা সমূহ পরিশোধ করা হবে।

(২) সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের মাধ্যমে MOU অনুমোদিত হতে হবে বা মাসিক বেতন পরিশোধের যথাযথ বাজেট কোড ১২০০০ ১৩০৫ (অঙ্গীভূত আনসার) এর নিশ্চয়তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

(৩) মাসিক বেতন ও ভাতাসমূহ যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্ট/জোন অধিনায়ক এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(৪) সকল আর্থিক কার্যক্রম ব্যাংকিং চ্যানেল এর মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

(৫) পিসি/এপিসি ও আনসার সদস্যগণ প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন ঃ (কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য)। কোনক্রমেই মাসিক বেতন ১০ তারিখ অতিক্রান্ত করা যাবে না। যেকোন ব্যাত্যয়ের ক্ষেত্রে জেলা কমান্ড্যান্ট পরিচালক (অঙ্গীভূতকরণ)-কে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিমাসের ২০ তারিখের মধ্যে অবহিত করবেন।

(৬) সমঝোতা স্মারকের অধীনে অঙ্গীভূত সকল আনসার সদস্যকে ..........................কর্তৃপক্ষ বছরে দুটি বোনাস/উৎসব ভাতা (প্রতিটি বোনাস ১ মাসের দৈনিক ভাতার সমপরিমাণ) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য সুবিধা (অতিরিক্ত ইনসেন্টিভ/বাংলা নববর্ষ ভাতা/বোনাস/টিফিন এ্যালাউন্স ইত্যাদি) তা যে নামেই হোক প্রদান করা যাবে।

(৭) ..........................কর্তৃপক্ষ আনসার সদস্যদের মাসিক বেতন ও ভাতার সাথে আনুষঙ্গিক অর্থ প্রদান করবেন (সশস্ত্র আনসার গার্ডের ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতার ২০% হারে, নিরস্ত্র আনসার গার্ডের ক্ষেত্রে ১৫% হারে অথবা সময়ে সময়ে জারিকৃত সর্বশেষ নির্দেশনা অনুযায়ী)।

(৮) স্থির (Static) দায়িত্বপালনকাল/এস্কর্ট ডিউটি পালনকালে কোন দুর্ঘটনা বা দুস্কৃতিকারীর আক্রমনে কোন আনসার সদস্য স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা পঙ্গুত্ববরণ করলে তার পরিবারকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা এবং মৃত্যুবরণ করলে ২,২৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ..........................প্রদান করবেন।

(৯) মোতায়েনকৃত আনসারগণ কোম্পানীর সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও জেলা কমান্ড্যান্টের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ/প্রদান করবেন না।

## ঘ) বদলী ও ছুটি

(১) আনসার সদস্যদের বদলী কার্যক্রম বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের বদলী বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(২) আনসার নীতিমালা অনুযায়ী এবং ..........................এর পূর্ব অবগতি সাপেক্ষে ১ (এক) জন আনসার সদস্য বছরে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) দিন ছুটি ভোগ করতে পারবেন, যা আনসার কর্তৃপক্ষ তদারকী করবেন। একজন অঙ্গীভূত আনসার সদস্য একাধারে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) দিনের ছুটি ভোগ করতে পারবেন। জরুরী পরিস্থিতিতে ........... এর চাহিদা বিবেচনা করে আনসার কর্তৃপক্ষ এই ছুটি বাতিল/হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবেন। আনসার কর্তৃপক্ষ আনসার সদস্যদের বাৎসরিক ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের ছুটি প্রদান নিশ্চিত করবেন। নিজস্ব সফ্টরয়্যারের মাধ্যমে আনসার সদস্যের ডিউটি উপস্থিতি গার্ডের পিসি/এপিসি কর্তৃক রিপোর্টিং নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ/যেকোন ব্যাত্যয়ের ক্ষেত্রে জেলা অফিসকে অবহিতকরণ আবশ্যক।

(৩) বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে ( জাতীয় নির্বাচন, দূর্গাপূজা, দুর্যোগকালীন সময় ও অন্যান্য) রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আনসার সদস্যদের (মোট জনবলের অনূর্ধ্ব ৫০%) সাময়িকভাবে মোতায়েন করা যাবে। এসময় আনসার ও কোম্পানি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবেন। এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও আনসার সদস্যগণ ..........................কর্তৃক বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

(৪) আনসার কর্তৃপক্ষ অঙ্গীভূতকরণ নীতিমালা অনুযায়ী আনসার সদস্য নিয়োগ করে কোম্পানিতে অঙ্গীভূত করবেন। প্রয়োজন অনুভূত হলে ..........................উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে কোন আনসার সদস্যকে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাবনা দিতে পারবেন।

## ঙ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

(১) .........................কর্তৃপক্ষ আনসার সদস্যদের কোম্পানীর নিরাপত্তা ও পরিচিতি বিষয়ের উপর নূন্যতম .......... দিনের "ইন সার্ভিস" প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন।

(২) মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যদের বাৎসরিক ফায়ারিং/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য .........................কোম্পানি প্রয়োজনীয় ছুটি/প্রাসঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবেন।

## চ) গুলি বর্ষন ও মামলা

(১) ......................... অস্ত্রসহ নিয়োজিত আনসার গার্ডের ক্ষেত্রে অস্ত্র ও স্কেল অনুযায়ী গুলি সমূহ প্রয়োজনে যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(২) কোম্পানীর বৈধ স্বার্থ রক্ষার্থে অথবা আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনে মোতায়েনকৃত আনসার সদস্য এসওপি ফলো করে গুলি করতে পারবেন। এ ব্যাপারে .........................কর্তৃপক্ষ ঘটনার বাস্তবতা এবং প্রয়োজনীয়তা নিরীক্ষান্তে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মৌখিক/লিখিত/আনসারের নির্ধারিত রুলস অব এনগেজমেন্টের আদেশ ব্যতিত আনসার সদস্যগণ গুলি ছুড়বেন না।

(৩) কোন আনসার সদস্যের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনৈতিক/অবৈধ/শৃঙ্খলা বর্হিভূত কার্যকলাপের অভিযোগ পাওয়া গেলে আনসার কর্তৃপক্ষ তৎক্ষনাৎ তদন্ত সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৪) কোন আনসার সদস্য কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হলে, তাৎক্ষণিক আনসার কর্তৃপক্ষ তাকে নিজস্ব জিম্মায় নিয়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৫) অঙ্গীভূত আনসার সদস্যগণ .........................এর আইনসঙ্গত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পরিধি অনুযায়ী সকল আদেশ মান্য করবে এবং এর ব্যত্যয় আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৬) কোম্পানীতে অঙ্গীভূত অবস্থায় কোন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালনজনিত কারণে কোন দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলায় সম্পৃক্ত হলে .........................প্রকৃত আর্থিক ব্যয়ভার বহনসহ সর্বোতভাবে আইনি সহায়তা প্রদান করবেন এবং সংশ্লিষ্ট আদালতে সংস্থা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মামলা দাখিল করতে হবে।

## ছ) গার্ড প্রত্যাহার

(১) ........................এর কার্যালয় হতে আনসার গার্ড স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে নূন্যতম ০৩ (তিন) মাস পূর্বে লিখিত ভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্ট/জোন অধিনায়ক এর কাছে প্রত্যাহারের আবেদন করতে হবে।

(২) সংস্থা নির্ধারিত সময়ে আনসার সদস্যদের বেতন ভাতা প্রদানে ব্যর্থ হলে সংস্থা এর জমাকৃত ৩ মাসের জামানত হতে সমন্বয় করা হবে। এই ভাবে সর্বোচ্চ ২ মাস বেতন সমন্বয় করা যেতে পারে। এর মধ্যে বা পরবর্তী (৩য়) মাসের শুরুতে সংস্থা সম্পূর্ণ বকেয়া বেতন দিতে ব্যর্থ হলে গার্ড প্রত্যাহার করা হবে।

## জ) সহযোগীতাঃ

(১) সংস্থায় মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যদের কমান্ডার এর সাথে সমন্বয় করার জন্য সংস্থার একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারিত থাকবে।

(২) জেলা/জোন পর্যায়ে যে কোন ইস্যু মীমাংসা করার জন্য কোম্পানীর এরিয়া সিকিউরিটি কর্মকর্তা, আনসার এর থানা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা কমান্ড্যান্ট/জোন অধিনায়ক এর সাথে সমন্বয় করবেন। কোন অনিষ্পন্ন বিষয় থাকলে তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে উপস্থাপন করা যাবে।

## ঝ) বিবাদ মীমাংসাঃ

কোম্পানি এবং আনসার এর মধ্যে কোন বিবাদ উদ্ভব হলে বিষয়টি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হবে। যদি নিস্পত্তি না হয়, তাহলে উভয় পক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তা সমাধান করা হবে।

## ঞ) মেয়াদঃ

(১) অত্র সমঝোতা স্মারক পক্ষদ্বয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরে অদ্য ........................ তারিখ সম্পাদন করা হলো যা ........................ তারিখ হতে আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য কার্যকর বা বলবৎ থাকবে। পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মেয়াদ পুর্তির পূর্বে এ সমঝোতা স্মারক বাতিল করা যাবে। এক্ষেত্রে ৩ মাস পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে জানাতে হবে।

(২) সমঝোতা স্মারকে উল্লেখিত পক্ষদ্বয়ের অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে সমঝোতা স্মারকের শর্তাবলী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

(৩) ........................প্রয়োজনে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে চুক্তির মেয়াদান্তে পরবর্তী মেয়াদের জন্য অত্র সমঝোতা স্মারক (MOU) নবায়ন করতে পারবেন।

(৪) পক্ষগণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে স্মারকটি নবায়িত না হলে স্মারক চুক্তির মেয়াদান্তে অর্থাৎ ............................ তারিখ শেষে বাতিল বলে গণ্য হবে।

## ট) বিবিধ

(১) ........................এ নিয়োজিত আনসার সদস্য এবং কোম্পানির নিজস্ব গার্ডদের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বলবৎ ভিন্ন আচরণ বিধি প্রযোজ্য হবে, যাতে দুই পক্ষের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝির উপক্রম না হয়।

(২) ........................কর্তৃপক্ষ এবং আনসার কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়করণ/যোগাযোগের জন্য মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়াদিসহ অন্যান্য বিষয় সমন্বয়করণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।

(৩) আনসার মোতায়েনের পর সংস্থার সম্পত্তি/প্রতিষ্ঠান/জায়গা নিয়ে যদি কোন ধরনের বিরোধ দেখা দেয় বা কেউ প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে মামলা করেন বা কোন পক্ষ হতে আনসার মোতায়েনের প্রেক্ষিতে আপত্তি উপস্থাপিত হয় তবে আনসার কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক আনসার প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(৪) আনসার প্রত্যাহারের বিষয়ে সংস্থা কর্তৃপক্ষ কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারি আদালতের শরণাপন্ন হবেন না।

**(৫)** মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যদের যেকোন শৃঙ্খলা বহির্ভূত ও অনৈতিক কার্যক্রমের রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলা কমান্ড্যান্টের নিকট প্রেরণ করবে, যা জেলা কমান্ড্যান্ট আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আনসার ও ভিডিপি, সদর দপ্তরকে অবহিত করবে। এছাড়াও ষান্মাসিক ভিত্তিতে সকল সংস্থা গার্ডে মোতায়েনকৃত আনসার সদস্যদের মূল্যায়ন/রিপোর্ট জেলাকে অবহিত পূর্বক সরাসরি আনসার ও ভিডিপি, সদর দপ্তর, পরিচালক (অঙ্গীভূতকরণ) বরাবর প্রেরণ করবে।